তারিখ ২৯।৫।৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

151

পুস্তক দাখিলের সময়সীমা বাড়াইবার আবেদন

বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড ১৯৮৩ শিক্ষা মৌসুমের ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর অনুমোদনের জন্য লেখক ও প্রকাশকদের নিকট হইতে বাংলা দ্রুত পঠন এবং রচনা শিক্ষা বিষয়ক দুইটি পাঠ্য-পুস্তক দাখিলের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী। এই জন্য প্রথমে সময় দেওয়া হইয়াছিল দুই মাস অর্থাৎ ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত। পরে সময় বাড়ানোর অনুরোধ পত্র সূত্রে সময় বাড়ান হইয়াছে ১৫ই জুন পর্যন্ত। ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বই যাহা পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হইবে ১৯৮৩ সালে—তাহা প্রণয়নের জন্য মাত্র দুই মাস সময় বোর্ড কিভাবে ধার্য করিয়া দিলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। এই পুস্তক দুইটির জন্য সময় দেওয়া উচিত ছিল ১৯৮২ সালের জুন পর্যন্ত। কারণ দৈনন্দিন সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই দুইটি বই লেখকদের লিখিতে হইবে এবং বই দুইটি পড়ানো হইবে ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী হইতে। পাঠ্যপুস্তক যাঁহারা প্রণয়ন করেন, তাঁহারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, সাংবাদিক অথবা শিক্ষা বিভাগে চাকুরীরত। যাঁহারা শিক্ষক তাঁহারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়াই ব্যস্ত থাকেন এপ্রিল মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। সুতরাং এত অল্প সময়ে তাঁহাদের পক্ষে উৎকৃষ্টমানের বই প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই বই দুইটি যাহারা লিখিবেন বলিয়া চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন তাঁহারা এখনও কাজে হাত দিবার সুযোগ পান নাই। এস,এস,সি পরীক্ষার খাতা দেখা চলিতেছে। এইচ, এস, সি পরীক্ষার খাতা দেখা শীঘ্রই শুরু হইবে। তাহার পর আবার রমজান, সুতরাং অনেক ভাল লেখকের পক্ষেই এই বই দুইটি এতঅল্প সময়ের মধ্যে প্রণয়ন সম্ভব নয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, সুন্দরভাবে এই দুইটি বই প্রণয়নের সুযোগ সৃষ্টির জন্য পুস্তক দাখিলের সময়সীমা ১৯৮১ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হউক। এ বিষয়ে আমরা শিক্ষা বিভাগেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—শওকত আলী, আবদুল কুদ্দুস সাদী, আবুল হাসানাত, হাসান আজিজুল হক ও আবদুল হালিম, ঢাকা।